2.14. হ্যারিসের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Harris) :

C. D. Harris 1930 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি অনুসরণ করে শহরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। শহরে মানুষের কর্মে নিযুক্ত এবং কর্মের পরিকাঠামোগত পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে তিনি শহরের শ্রেণিবিভাগ করেন। হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের 10000-এর বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রায় 984টি শহরের কর্মীসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শহরের শ্রেণিবিভাগ করেন—

(i) শিল্পনগর (Manufacturing Town) : যে সমস্ত নগরের জনসংখ্যার 45% শিল্পকেন্দ্র কাজ করেন, তাকে শিল্পশহর বলা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বভাগে এই ধরনের শহর গড়ে উঠেছে।

(ii) খুচরা ব্যাবসাকেন্দ্রিক শহর (Retil City) : এই সমস্ত নগরে খুচরা ব্যবসায় নিয়োজিত কর্মীসংখ্যা পাইকারি ব্যাবসাতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যার কমপক্ষে 2.2 গুণ।

(iii) পাইকারী ব্যবসাভিত্তিক নগর (Whole Sailing City) : এই সমস্ত নগরে পাইকারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা খুচরা ব্যবসায় নিয়োজিত কর্মীসংখ্যার 45%। নিউইয়র্ক, চিকাগো, বোস্টন এই ধরনের শহরের উদাহরণ।

(iv) পরিবহণ শহর (Transportation Town) : যেসব নগরের মোট শ্রমিকের 11% কর্মী পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন সেগুলি পরিবহণ শহরের অন্তর্গত।

(v) খনি শহর (Mining Town) : যে নগরের উপার্জনশীল শ্রমিকের 15%-এর বেশি খনিতে কাজ করে তাকে খনিশহরের অন্তর্গত করা হয়।

(vi) বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রিক শহর (University and other Educational Centre) : যে নগরের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ কর্মী বিভিন্ন শিল্প সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকে যেগুলি এই ধরনের শহরের অন্তর্গত হয়।

(vii) স্বাস্থ্য নিবাস বা অবসরকালীন শহর (Resort or Retirement Town) : এই ধরনের নগরের

শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী হ্যারিস কোনো পরিসংখ্যান উল্লেখ করেননি। তবে এসব শহর মূলত স্বাস্থ্যনিবাসের ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে কোনোটি গ্রীষ্মকালীন আবার কোনোটি শীতকালীন স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে পরিগণিত হয়।

(viii) অন্যান্য শহর (Other Towns) : অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে কাষ্ঠশিল্পকেন্দ্র, সামরিক শহর, নৌশহর, আর্থিককেন্দ্র, বৃত্তিমূলক কেন্দ্র প্রভৃতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

2.15. ম্যাকেঞ্জির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Mackinzee) :

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভর করে ম্যাকেঞ্জি শহরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাঁর শ্রেণিবিভাগ হল নিম্নরূপ—

(i) প্রাথমিক কার্যাবলি ভিত্তিক শহর (Town based on Primary Economic Activity) : প্রাথমিক কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে এই ধরনের শহরগুলি গড়ে ওঠে। কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস শিকার প্রভৃতি প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান **জুনপুট** শহর এর উদাহরণ।

(ii) ব্যাবসাবাণিজ্য ভিত্তিক শহর (Town based on Trade and Commerce) : ব্যাবসাবাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে এই জাতীয় শহরের পত্তন হয়। উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রির জন্য স্থানীয় বাজারের ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক নগর তৈরি হয়। **মুম্বাই, কোলকাতা, শিলিগুড়ি** বাণিজ্যিক শহরের উদাহরণ।

(iii) শিল্প শহর (Industrial Town) : প্রাথমিক কার্যাবলির মাধ্যমে যেসব দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যে পরিণত করা হয়। এরপর এগুলির নতুন মূল্য আরোপ করে বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুর, হলদিয়া** শিল্প শহর।

(iv) অনুৎপাদনমূলক কার্যাবলিভিত্তিক শহর (Non-production activity based town) : শিক্ষা, চিকিৎসা, সামরিক, অবসর বিনোদন প্রভৃতি অনুৎপাদনমূলক কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে এই জাতীয় শহরগুলি গড়ে ওঠে। দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি এই ধরনের শহরের উদাহরণ।

2.16. নেলসনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Nelson) :

1950 খ্রি. H. J. Nelson মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগরের ওপর জরিপ করেন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে তিনি 10 প্রকার শহরের উল্লেখ করেন।

নেলসন শহরের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সেগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক গড় (Arithmatic Mean), আদর্শবিচ্যুতি (Standard Deviation), Coefficient of Variation প্রভৃতির মান নির্ণয় করেন এবং সেই মান থেকে নগরগুলিকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তেমনি নগরে কী ধরনের কাজ বিশেষায়িত হচ্ছে তার উল্লেখ করেন।

নেলসনের মতে প্রধান প্রধান শহরগুলি হল—

(i) খনি শহর (Mining Town) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 46টি নগর এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই ধরনের কাজে কম শ্রমিক প্রয়োজন বলে গড় শ্রমিকের পরিমাণ কম হয়।

(ii) শিল্প শহর (Industrial Town) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের নগরের সংখ্যা অনেক বেশি। লৌহ ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পকর্মের প্রাধান্য এই জাতীয় শহরে দেখা যায়।

(iii) পরিবহণ ও যোগাযোগ শহর (Transport and Communication Town) : পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত হলে শিল্পকর্মের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোনো শিল্পকেন্দ্র যত বেশি সুগম্য (Accessible) হবে সেখানে শিল্পের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নতি ঘটে।

(iv) পাইকারী ব্যাবসাকেন্দ্রিক শহর (Wholesale trade town) : বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসার ওপর নির্ভর করে এই ধরনের শহর গড়ে ওঠে। ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি এই ধরনের শহর।

(v) খুচরো ব্যাবসাকেন্দ্রিক শহর (Retail trade centre) : কিছু নগর আছে সেখানে খুচরো ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো শহর বা নগর গড়ে উঠেছে।

(vi) আর্থিক কেন্দ্রভিত্তিক শহর (Financial Estate) : অর্থ, বিমা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং বৃহদায়ন ভূসম্পত্তি প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ বসবাস করায় মাধ্যমে ছোটো ছোটো নগরের পত্তন ঘটায়।

(vii) ব্যক্তিগত কর্মভিত্তিক শহর (Personal service centre) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগণ নানা-ধরনের কর্মে নিযুক্ত আছেন। ব্যক্তিগত পরিষেবায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ক্যালিফোর্নিয়াতে।

(viii) বৃত্তিমূলক শহর (Professional Management) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 11টি শহরে বৃত্তিমূলক কর্ম খুবই প্রাধান্য পেয়েছে।

(ix) সরকারি প্রশাসন ভিত্তিক শহর (Government Administrative town) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের রাজধানী নিয়ে সরকারি স্তরে হিসেব করা হয়।

(x) বৈচিত্র্যময় শহর (Diversified Town) : যেসব শহর নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য বিশেষায়িত নয় সেগুলি এই শ্রেণিতে পড়ে।

2.17. ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্যের শ্রেণিবিভাগ :

সমাজবিজ্ঞানী বারজেলের পৌর বসতির শ্রেণিবিভাগ অনুসরণ করে **ভট্টাচার্য এবং ভট্টাচার্য** (1977 খ্রিঃ) ভারতের শহরগুলিকে 7টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

(i) অর্থনৈতিক কেন্দ্র (ডিগবয়, ঝরিয়া),
(ii) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (বারাণসী, বৃন্দাবন, মথুরা),
(iii) রাজনৈতিক কেন্দ্র (দিল্লি, গোয়ালিওর),
(iv) বিনোদনমূলক কেন্দ্র (দার্জিলিং, পুরী),
(v) আসান শহর (দমদম),
(vi) প্রতীকমূলক নগর (Symbolic city),
(vii) বহুবিধ বহুমুখী নগর (পাটনা, কলকাতা)।

2.18. আয়তনের ভিত্তিতে শহরের শ্রেণিবিভাগ (Classification of towns on the basis of size) :

জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে অনেকে শহরকে 4টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো শহর বসতিতে মোট জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মোট জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বের ভিত্তিতে ছোটো শহর, মাঝারি শহর, নগর, মহানগর— এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(i) ছোটো শহর : যেসব শহরের জনসংখ্যা 50000-এর কম।
(ii) মাঝারি শহর : যেসব শহরের জনসংখ্যা 50000-99999 জন।
(iii) নগর : যেসব শহরের জনসংখ্যা 100000 জন।
(iv) মহানগর : যেসব শহরের জনসংখ্যা 10,00000 জন।

2.19. ভারতীয় শহরের আদমশুমারি ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification of Indian Cities by Census Organisation) :

1981 খ্রি: আদমশুমারি অনুসারে শহর হল এমন এক বসতি যার জনসংখ্যা 5000 জন হবে, যেখানে